﴿ صيام يوم الشك بنية قضاء ما فات من رمضان ﴾

« باللغة البنغالية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

islamhouse.com

রমজানের কাজার নিয়তে সন্দেহের দিন রোজা রাখা

প্রশ্ন: আমি জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্দেহের দিন এবং রমজানের দু'দিন আগে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এ দিনগুলোতে গত রমজানের ছুটে যাওয়া রোজার কাজা করা কি আমার জন্য বৈধ হবে ?

জবাব:

আল-হামদুলিলাহ

হ্যাঁ; সন্দেহের দিন, অথবা রমজানের এক অথবা দু'দিন পূর্বে গত রমজানের কাজা করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি সন্দেহের দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ তিনি একদিন অথবা দু'দিনের মাধ্যমে রমজানকে এগিয়ে আনতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এ নিষেধ মানুষের রোজা রাখার সাধারণ অভ্যাস না থাকলে। যারা নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত রোজা রাখে তাদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

(لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ) . رواه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢)

" তোমরা একদিন বা দু'দিনের রোজার মাধ্যমে রমজানকে এগিয়ে আনবে না, তবে সেদিন যার রোজা রাখার অভ্যাস, সে যেন তাতে রোজা রাখে।" {বুখারি : (১৯১৪), মুসলিম : (১০৮২)}

উদাহরণত: যদি কোনো ব্যক্তি সোমবার দিন রোজা রেখে অভ্যস্ত হয়, আর সেদিনটি শাবানের শেষ দিন হয়, তবে নফল হিসেবে সেদিন রোজা রাখা বৈধ, সেদিনের রোজা থেকে তাকে বারণ করা হবে না।

যখন অভ্যাসগত নফল রোজা রাখা বৈধ, তখন রমজানের কাজা তো বৈধ হবেই, যেহেতু তা ওয়াজিব। দ্বিতীয়ত: আগত রমজানের পর পর্যন্ত কাজা বিলম্বিত করা বৈধ নয়।

ইমাম নববি -রাহিমাহুলাহ- 'মাজমু' : (৬/৩৯৯), গ্রন্থে বলেছেন :

আমাদের সাথীবৃন্দ বলেছেন : সন্দেহের দিনে রমজানের রোজা রাখা অবৈধ এতে কোনো দ্বিমত নেই... তবে সেদিন যদি সে কাজা, অথবা মানত, কিংবা কাফ্‌ফারার রোজা রাখে, তবে তার থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। কারণ, যদি কোনো কারণে সেদিন নফল রোজা রাখা বৈধ হয়, তবে ফরজ তো বৈধ হবেই। বিষয়টি সালাতের নিষিদ্ধ ওয়াক্তের মত...

দ্বিতীয়ত: যদি তার উপর একদিনের রোজার কাজা থাকে, তবে এদিন কাজা করা তার জন্য নির্ধারিত ও জরুরি। কারণ, সেই রোজার কাজার সময় সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

সমাপ্ত